নানা আয়োজনে মেহেরপুর মুক্ত দিবস পালিত

আজ ৬ ডিসেম্বর, মেহেরপুর মুক্ত দিবস। নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হচ্ছে দিনটি। এ উপলক্ষে শনিবার (৬ ডিসেম্বর) সকালে মেহেরপুর কলেজ মোড়ে অবস্থিত স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন জেলা প্রশাসক, মুক্তিযোদ্ধাগণ, পুলিশ প্রশাসনসহ বিভিন্ন দফতরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শহীদ স্মৃতিতে জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীর, পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়সহ জেলার বীর মুক্তিযোদ্ধারা পুষ্পস্তবক অর্পণে অংশ নেন।

পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া-মোনাজাত করা হয়। পরে জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীরের নেতৃত্বে কমিউনিটি সেন্টারের সামনে থেকে র্যালিটি বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

পরে জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

আজ ‘মেহেরপুর মুক্ত’ দিবস

আজ ৬ ডিসেম্বর। ‘মেহেরপুর মুক্ত’ দিবস। ১৯৭১ সালের এই দিনে বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী মুজিবনগর খ্যাত মেহেরপুর হানাদার মুক্ত হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা হামলায় দিক—বিদিক হারিয়ে পাকিস্থানী হানাদার বাহিনীর শেষ দলটি ৫ ডিসেম্বর বিকেল থেকে গোপনে মেহেরপুর ছাড়তে থাকে। পরের দিন ৬ ডিসেম্বর রাজনৈতিক মর্যাদাপুর্ণ মেহেরপুর জেলা হানাদার মুক্ত হয়।

২ ডিসেম্বর গাংনী হানাদার মুক্ত হলে শিকারপুরে (ভারত) অবস্থিত

মুক্তি বাহিনীর এ্যাকশন ক্যো¤পর ক্যাপ্টেন তৎকালীন মেহেরপুর মহকুমা প্রশাসক (এসডিও) তৌফিক ইলাহী চৌধুরী হাটবোয়ালিয়ায় এসে মুক্তিবাহিনীর ঘাঁটি স্থাপন করেন। মিত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী সম্মিলিত ভাবে ৫ ডিসেম্বর মেহেরপুরে প্রবেশ করে। সীমান্তে পাকবাহিনীর পুঁতে রাখা অসংখ্য মাইন অপসারনের মধ্য দিয়ে মেহেরপুর পুরোপুরি ভাবে হানাদার মুক্ত হয় ৬ ডিসেম্বর। ঐদিন মেহেপুরের জনসাধারণ এবং আপামর মুক্তিযোদ্ধারা সর্বস্তরের লোক একযোগে রাস্তায় নেমে পড়ে আনন্দে উল্লাসিত হয় এবং মিষ্টি মুখ করে উল্লাসে মন প্রফুল্ল হয়।

এদিকে, মেহেরপুর মুক্ত দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ। সকাল সাড়ে ৮টায় মেহেপেুর সরকোরি কলেজ মোড়ে অবস্থিত স্মুতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে মেহেরপুর পৌর কমিউনিটি সেন্টার মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে।